গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২৪৩ তারিখঃ ০৫/০৮/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৪.০০টা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ০৫.০৮.২০১৬ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন।

আবহাওয়ার সতর্কবার্তা (Warning Message)

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি বর্তমানে একই এলাকায় লঘুচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমদ্র বন্দরসমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে ।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, বা‌গেরহাট **অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা** গরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ২-৩ ফুট অধিক উচ্চতার জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে ।

নদীবন্দর সমুহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ (আজ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত):
রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল,ময়মনসিংহ,ঢাকা,যশোর,কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটে বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছুজায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.০	৩৪.৪	৩৪.৬	৩৭.২	৩৫.০	৩৫.০	৩৩.৮	৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.৯	২৫.৬	২৫.৩	২৪.৮	২৭.২	২৭.০	২৬.০	২৬.৬

* দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল শ্রীমংগল ৩৭.২ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেট ২৪.৮ ডিগ্রী সে.।

০২। **নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)**

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৯ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০২ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৬৬ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	১০ টি

নিম্নবর্ণিত ১০ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	বগুড়া	যমুনা	সারিয়াকান্দি	-১৫	+৪
০২	সিরাজগঞ্জ	আত্রাই	বাঘাবাড়ি	-১৮	+৫১
০৩	টাংগাইল	ধলেশ্বরী	এলাসিন	-১৩	+৯১
৪	নারায়নগঞ্জ	লক্ষ্যা	নারায়ণগঞ্জ	০	+৩২
০৫	মানিকগঞ্জ	কালিগঙ্গা	তারাঘাট	-১৯	+৭৭
০৬	মাণিকগঞ্জ	ধলেশ্বরী	জাগির	-১০	+৭২
০৭	রাজবাড়ী	পদ্মা	গোয়ালন্দ	-১৫	+৫০
০৮	মুন্সীগঞ্জ	পদ্মা	ভাগ্যকুল	-১৪	+৩২
৯	শরীয়তপুর	পদ্মা	সুরেশ্বর	০	+৬০
১০	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	+৩৭

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

● ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে । গঙ্গা নদী স্থিতিশীল রয়েছে।

● ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদ-নদী বিপদসীমার নিচ দিয়ে পবাহিত হচ্ছে। ● আগামী ৪৮ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতলের হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে।

● গঙ্গা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্থিতিশীল থাকতে পারে।

● আগামী ৭২ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদ-নদী সংলগ্ন জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে।

● পদ্মা নদী সংলগ্ন রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি শুরু হয়েছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ অব্যাহত থাকতে পারে।

● ঢাকার আশেপাশের বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা (নারায়ণগঞ্জ) পভতি নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বালু ও টঙ্গী খাল নদীসমূহের পানি সমতল গত ২৪ ঘন্টায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ সকাল ৯ টার তথ্য অনুযায়ী বালু নদী ডেমরায় ১২ সে.মি. ও তুরাগ নদী মিরপুরে ৯ সে.মি. বিপদসীমার নিচ দিয়ে পবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ঢাকা শহরের পূব পাশে বালু নদী সংলগ নিমাঞ্চলে পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯.০টা থেকে আজ সকাল ৯.০টা)

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
সিলেট	৮৬.০	সুনামগঞ্জ	২৬.০
টেকনাফ	৬০.৫	শেওলা	৫১.০
কানাইঘাট	৫৪.০	খুলনা	৩৫.০

০৪। **সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতিঃ**

১) নীলফামারীঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের ১৫০০ টি পরিবার সম্পূর্ণ, ৪,০৫০টি পরিবার আংশিক, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ১৯,২০০ জন, ১১৫০ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪৪০০টি ঘরবাড়ি আংশিক, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ৩৬০.৭৭০ মেঃটন জিআর চাল ও ১২,০৪,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৫০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জরুরী মেডিক্যাল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৪,০০০ খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

২) লালমনিরহাটঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচে। বন্যার পানি নেমে গেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে জেলার হাতিবান্ধা, সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম উপজেলায় ২৬ টি ইউনিয়নে বন্যা দেখা দেয়। ফলে ৪৯.৮৬০টি পরিবার এবং ২৪,৭৯৩ টি ঘরবাড়ি, ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া নদীভাংগনে ৭৯০টি পরিবারের ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৬৯৬ মেঃটন জিআর চাল এবং ২৬,৪৫,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ২৭৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫০০০ পানি বিশৃদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৫০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

৩) রংপুরঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজানের পানিতে রংপুর জেলার ৩টি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের ৫৩টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৩৪,২৯১ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া নদীভাংগনে কাউনিয়া উপজেলায় ১১টি, গংগাচরায় ৫৬টি, পীরগাছায় ৪২টিসহ মোট ১০৯টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৭৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১,২২,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৪) গাইবান্ধাঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ৩৪টি ইউনিয়নের ৫৫,২৬১ টি পরিবারের ২,৭৬,৩০৫ জন লোক বন্যায় আক্রান্ত হয়। **বন্যার কারণে জেলায় ০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৯৬০ মেঃটন জিআর চাল এবং ৪০,০০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।। এছাড়াও ১,০০,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ১,০০,০০০ খাবার খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

৫) কুড়িগ্রামঃ জেলার সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার ৯ টি উপজেলার ৫৭টি ইউনিয়ন ৭২৮ টি গ্রামের ১,৫৭,৯০৮ টি পরিবারের ৬,৫২,১৫৪ জন লোক, ১,৫৭,৯০৮ টি ঘরবাড়ী, ৭,১২৩

হেঃ জমির ফসল, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা কাঁচা ৪৭৪কি.মি. ও পাকা ৫১.৫০ কি.মি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ২০, আংশিক ২২৮টি, ৫৩ কিমি বাঁধ ও ৩৯ টি ব্রীজ কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যার কারণে জেলায় ০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ১২৭৫ মেঃটন জিআর চাল এবং ৩৮,০০,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শুকনো খাবার ক্রয়ের জন্য মোট ৫,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৬) বগুড়াঃ বর্তমানে নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে তবে সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৪ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্য পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলায় বন্যা দেখা দেয়। । বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিম্নরূপঃ ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা: ৩টি, ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন: ১৮টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা: ১,২১,০০০ জন এবং মোট ৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যা কবলিত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ থেকে ১০৫ মে.টন চাল, ৫০,০০০/-টাকা ও ৫ লক্ষ টাকা দ্বারা ৭০০ বস্তা শুকনা খাবার ক্রয় করে চলমান বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন উপজেলার অনুকূলে ৩১৫ মে: টন জিআর চাল, ৫,৬৫,০০০/- টাকা বরাদ্দ করেছে যা বিতরণ চলছে। সারিয়াকান্দি উপজেলার বন্যার্তদের মাঝে বিতণের জন্য ৬৫ হাজার টাকা দ্বারা শুকনা কাবার ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

৭) সিরাজগঞ্জঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, বর্তমানে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমশঃ কমছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সদর, চৌহালী, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও কাজিপুর উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নের ৪৫৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিঃ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১,২৭,৫৭৭টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৫,৫৩,৯৮১ জন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি- সম্পূর্ণ-৫,৩৩০টি, আংশিক- ৬০,৮২৯টি, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ-৬৯টি, আংশিক- ৪১৩টি, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সম্পূর্ণ-১১২ কি.মি, আংশিক- ২১৫কি.মি, আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা -৬৮টি এবং আশ্রিত লোকের সংখ্যা- ১১,৮৬১টি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক নদী ভাংগন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে তাৎক্ষণিভাবে বিতরণের জন্য ৭৮৮.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৭,৮৮,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ এবং ১৯৪৯ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৮) জামালপুরঃ যমুনা নদীর পানি কমে বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি ক্রমশঃ কমছে, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল ও অব্যাহত বর্ষণে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জামালপুর জেলার ৭টি উপজেলা (দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী, বকসীগঞ্জ ও সদর) ৬২টি ইউনিয়ন ও ৭টি পৌরসভা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত একজন উর্ধতন কর্মকর্তাসহ জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা প্রতিদিন বন্যা প্লাবিত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করছেন এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করছেন।

ক্ষয়ক্ষতিঃ বন্যায় জেলার ৭টি উপজেলার ৬২টি ইউনিয়ন ৭টি পৌরসভা প্লাবিত হয়ে ১,৭৮,৩৯৩টি পরিবারের ৮,৪৯,৪৫১ জন লোক, ৩০১টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ও ৪,৩২৭টি ঘরবাড়ি এবং ১৯,২৫০ হেক্টর জমির ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ৩১৭ কি.মি. কাঁচা রাস্তা সম্পূর্ণ, ১৫২২ কি.মি. আংশিক, পাকা রাস্তা সম্পূর্ণ- ১৭কি.মি. আংশিক- ১০০ কি.মি., ৬ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ণ ও ৫৮.৯০ কিঃমিঃ আংশিক, ৪০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২৪৮টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **বন্যার কারণে জেলায় মোট ২০ (বিশ) জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১,০২৩ মে.টন চাল ও ৪১,০০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ, ২৬৬৭ প্যাকেট শুকনো খাবার, ৩,০০০ শুকনা খাবার (ক্রয়) এবং আটার রুটি গুড়সহ ৫০ হাজার পিস বিতরণ করা হয়েছে।

৯) সুনামগঞ্জঃ জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের পানিতে সুনামগঞ্জ জেলার সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহেরপুর, দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ দোয়ারাবাজার, ধর্মপাশা ও ছাতক উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে সদর উপজেলার ৭,০০০ টি, বিশ্বম্ভরপুর ৭,০০০টি, দোয়ারাবাজার ৫০০ টি, তাহেরপুর ৬,০০০টি, জামালগঞ্জ ১০০টি, ধর্মপাশা ১০০টি ও ছাতক ২০ টি পরিবারসহ মোট ২০,৭২০ টি পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে পানি নেমে গেছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৬৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,৮০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১০) ফরিদপুরঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে, তবে এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৬টি উপজেলার ১৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১৯,০৬৬ পরিবারের ৯৫,৩৩০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যার পানিতে ডুবে ০২ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৭০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৬,১০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১১) রাজবাড়ীঃ জেলা প্রমাসন সূত্রে জানা যায়, পদ্মা নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে এবং তবে এখনও গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমার ফলে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৪টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১৬,০৭৪টি পরিবারের ৮০,৩৭০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সদর উপজেলা বরাট ইউনিয়নের ১টি স্কুল ভাংগনের মুখে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৯৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৭,৭৫,০০০/- টাকা উপজেলা সমূহের অনুকূলে উপবরাদ্দ করা হয়েছে।

১২) মানিকগঞ্জঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্য পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার হরিরামপুর, শিবালয়, দৌলতপুর, ঘিওর, সাটুরিয়া, সিংগাইর ও সদর উপজেলার ৪২টি ইউনিয়নের ৪৫,৪৫৪টি পরিবারের ২,২৭,২৭০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া নদীভাংগনে ৯৪৭টি পরিবার গৃহহীন হয়ে পরে। জলমগ্ন মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-২৯৭টি। নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২২টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে যেখানে ৬০০ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। **পানিতে ডুবে এবং সাপের কামড়ে মোট ০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৩৭৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩২,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৩) **কুষ্টিয়াঃ** জেলা প্রশাসক পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার খোকসা, কুমারখালী, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, মিরপুর ও সদর উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। খোকসা উপজেলার পৌরসভার ৪টি ওয়ার্ডের ৩১৬টি পরিবার, কুমারখালী উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের ৩৭৫টি পরিবার এবং ভেড়ামারা উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৩টি গ্রামের ৩০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১০কি.মি কাঁচা রাস্তা এবং ৩০০ একর ফসলি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য উপজেলা ৩টির অনুকূলে ৯.৯১০ মে: টন জিআর চাল উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৪) টাংগাইলঃ জেলা প্রশসন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে যমুনা নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে এবং বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির দিকে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির ফলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯টি উপজেলার ৭৭টি ইউনিয়নের ৭০,২০৭ টি পরিবারের ৩,৫১,০৩৫ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসল-২৬,৫৩০ হেক্টর, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ৭২ কি.মি. পাকা, ব্রীজ-৬টি। **বন্যার কারণে পানিতে ডুবে ০৩ জনের মৃত্য হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৩৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৮,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৫) ঢাকাঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে পানি কমছে, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি জেলার দোহার উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাংগনে এ পর্যন্ত নয়াবাড়ি, নারিশা, সুতারপাড়া, মুকসুদপুর ও বিলাসপুর ইউনিয়নের ৮০৫টি পরিবারের ঘরের ভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার কুসুমহাটি, মাহমুদপুর, রাইপাড়া, নারিশা, বিলাসপুর, মুকসুদপুর, সুতারপাড়া ও নয়াবাড়ি ইউনিয়নের মোট ৪,৯২৩টি পরিবার পানি বন্দি অবস্থায় জীপন যাপন করছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৪৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২,৫০,০০০/- টাকা এবং ৩৪০ প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৬। শরীয়তপুরঃ উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ৫,৫০০টি পরিবারের ৭২৭,৫০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নদীভাংগনও অব্যাহত আছে। বর্তমানে নদীর পানি বিপদসীমার উপরে থাকলেও গত ২৪ ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি পায়নি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় উপজেলাসমূহের অনুকূলে ১৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,৫০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৭। মুন্সীগঞ্জঃ বর্তমানে নদীর পানি কমছে এবং বিপদ সীমার সামান্য উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমতে শুরু করায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ৫,৭৫৫টি পরিবারের ২৮,৭৭৫ জন লোকের ৯,৫৬৫টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৮০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৮। মাদারীপুরঃ উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলার ৩৮টি ইউনিয়নের ৯,২৭২টি পরিবারের ৪৬,৩৬০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলী জমির পরিমাণ ১১,০৭৩ একর। কালকিনি ও সদর উপজেলায় নদীভাংগন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে থাকলেও গত ২৪ ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি পায়নি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯। চাঁদপুরঃ জোয়রের পানিতে সদর ও হাইমচর উপজেলার চরাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং ভাটার সময় পানি নেমে গেছে। এছাড়া জেলার সদর ও হাইমচর উপজেলায় নদীভাংগনে ১৫৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৮.০০০ মে: টন জিআর চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ **বন্যার পানিতে পড়ে গাইবান্ধা জেলায় ০৬ জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ০৬ জন, জামালপুর জেলায় ২০ জন, মাণিকগঞ্জ ০৪ জন, টাংগাইল ০৩ জন এবং ফরিদপুর জেলায় ০২ জনসহ মোট ৪১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।**

৫। **বন্যা কবলিত জেলাসমূহে জিআর চাল, জিআর ক্যাশ বরাদ্দ ও মজুদ এবং শুকনো খাবার বরাদ্দ ও মজুদ বিবরণঃ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।**

. 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' থেকে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় প্লাবিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকীর জন্য বন্যা উপদ্রুত বিভিন্ন জেলা সফর করেন। সফরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদার ভিত্তিতে মন্ত্রী মহোদয় জি-আর চাল, ক্যাশসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী তাৎক্ষণিকভাবে বরাদ্দ করেন এবং সে অনুযায়ী সচিব মহোদয়ের নির্দেশে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত নিয়মিত বরাদ্দাদেশ জারী করা হয়।

. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ের ১৬ জন কর্মকর্তা বন্যা উপদ্রুত বিভিন্ন জেলায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকীর জন্য বন্যাক্রান্ত জেলাগুলোতে অবস্থান করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর জেলার পরিস্থিতি মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিংকরার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC** (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭**X**২৪) খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC'**র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ
NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উপসচিব (এনডিআরসিসি) ৯৫৪৬৬৬৩;
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অতিরিক্ত সচিব, দুব্যক) এবং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উপসচিব, এনডিআরিস)
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৬৬৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ‘ক’

বন্যা কবলিত জেলাসমূহে জিআর চাল বরাদ্দ বিবরণঃ তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৬ খ্রিঃ

জিআর চালঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম			১২ ও ১৩ জুলাই মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের সফরের পর									০১ ও ০২ আগষ্ট মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের সফরের পর			
		বরাদ্দ ০৫.৭.১৬	বরাদ্দ ১০.৭.১৬	বরাদ্দ ১৯.৭.১৬	বরাদ্দ ২১.৭.১৬	বরাদ্দ ২২.৭.১৬	বরাদ্দ ২৫.৭.১৬	বরাদ্দ ২৬.৭.১৬	বরাদ্দ ২৭.৭.১৬	বরাদ্দ ২৮.৭.১৬	বরাদ্দ ২৯.৭.১৬	বরাদ্দ ৩১.৭.১৬	বরাদ্ ০১.৮.১৬	বরাদ্দ ০২.৮.১৬	বরাদ্দ ০৩.৮.১৬	বরাদ্দ ০৪.৮.১৬
০১.	সিরাজগঞ্জ	৫০.০০০	-		২০০.০০০	-	১০০.০০০	-	১০০.০০০	২০০.০০০	-	১০০.০০০	৫০.০০০	-	-	-
০২.	বগুড়া	৫০.০০০		৫০.০০০	--	-	১০০.০০০	-	-	১০০.০০০	-	৫০.০০০	৫০.০০০	-	-	-
০৩.	রংপুর	৫০.০০০		৫০.০০০	৫০.০০০	-	১০০.০০০	-	-	--	-	৫০.০০০	-	-	-	-
০৪.	কুড়িগ্রাম	৫০.০০০	৫০.০০০		২০০.০০০	১০০.০০০	১০০.০০০	৭৫.০০০	১০০.০০০	৩০০.০০০	২০০.০০০	২০০.০০০	-	-	১০০.০০০	-
০৫.	নীলফামারী	৫০.০০০		৫০.০০০	২০০.০০০	-	২০০.০০০	-	-	-	-	৫০.০০০	-	-	-	-
০৬.	গাইবান্ধা	৫০.০০০	-		-	২০০.০০০	২০০.০০০	-	২০০.০০০	২০০.০০০	-	২০০.০০০	-	১০০.০০০	-	-
০৭.	লালমনিরহাট	৫০.০০০		৫০.০০০	২০০.০০০	১০০.০০০	২০০.০০০	-	১০০.০০০	-	-	১০০.০০০	-	-	-	-
০৮.	সুনামগঞ্জ	৫০.০০০	-		১০০.০০০	১০০.০০০	১০০.০০০	-	-	-	-	১০০.০০০	-	-	-	-
০৯.	জামালপুর	৫০.০০০	৫০.০০০		-	১০০.০০০	১০০.০০০	-	২০০.০০০	১০০.০০০	২০০.০০০	২০০.০০০	৩০০.০০০	-	-	-
১০.	ফরিদপুর	৫০.০০০	-		-	-	১০০.০০০	-	১০০.০০০	-	-	১০০.০০০	-	-	৫০.০০০	-
১১.	রাজবাড়ী	৫০.০০০	-		-	-	-	৭৫.০০০	-	-	-	৫০.০০০	-	৫০.০০০	৫০.০০০	-
১২.	টাংগাইল	৫০.০০০	-		-	-	-	৭৫.০০০	-	-	-	১০০.০০০	২০০.০০০	-	-	-
১৩.	মাদারীপুর	৫০.০০০	-			-	-	৭৫.০০০	-	-	-	৫০.০০০	-	-	-	-
১৪.	শরীয়তপুর	৫০.০০০	-		-	-	-	৭৫.০০০	-	-	-	১০০.০০০	-	-	-	৫০.০০০
১৫.	মানিকগঞ্জ	৫০.০০০	-		-	-	-	৭৫.০০০	-	-	-	১০০.০০০	২০০.০০০	-	-	-
১৬.	ঢাকা	৫০.০০০	-		-	-	-	-	-	-	-	৫০.০০০	-	-	-	-
১৭.	মুন্সিগঞ্জ	৫০.০০০	-		-	-	-	-	-	-	-	৫০.০০০	-	৫০.০০০	৫০.০০০	-
১৮.	চাঁদপুর	৫০.০০০	-		-	-	-	-	-	-	-	১০০.০০০	-	-	-	-
১৯.	রাজশাহী	৫০.০০০	-		-	-	-	-	১০০.০০০	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	**৯৫০.০০০**	**১০০.০০০**	**২০০.০০০**	**৯৫০.০০০**	**৬০০.০০০**	**১৩০০.০০০**	**৪৫০.০০০**	**৯০০.০০০**	**৯০০.০০০**	**৪০০.০০০**	**১৭৫০**	**৮০০.০০০**	**২০০.০০০**	**২৫০.০০০**	**৫০.০০০**

বন্যা কবলিত জেলাসমূহে জিআর ক্যাশ বরাদ্দ বিবরণঃ তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৬ খ্রিঃ

জিআর ক্যাশঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম			১২ ও ১৩ জুলাই মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের সফরের পর									০১ ও ০২ আগষ্ট মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের সফরের পর			
		বরাদ্দ ০৫.৭.১৬	বরাদ্দ ১০.৭.১৬	বরাদ্দ ১৯.৭.১৬	বরাদ্দ ২১.৭.১৬ ও ২২.৭.১৬	বরাদ্দ ২৪.৭.১৬	বরাদ্দ ২৫.৭.১৬	বরাদ্দ ২৬.৭.১৬	বরাদ্দ ২৭.৭.১৬	বরাদ্দ ২৮.৭.১৬	বরাদ্দ ২৯.৭.১৬	বরাদ্দ ৩১.৮.১৬	বরাদ্দ ০১.৮.১৬	বরাদ্দ ০২.৮.১৬	বরাদ্দ ০৩.৮.১৬	বরাদ্দ ০৪.৮.১৬
০১.	সিরাজগঞ্জ	১০০০০০	৩০০০০০	-	২০০০০০	-	-	-	১০০০০০০	-	১০০০০০০	৩০০০০০	১০০০০০০	-	-	-
০২.	বগুড়া	১০০০০০	-	১০০০০০	-	-	২০০০০০	-	৫০০০০০	-	-	-	৫০০০০০	-	-	-
০৩.	রংপুর	১০০০০০	-	১০০০০০	১০০০০০	-	২০০০০০	-	৩০০০০০	-	-	-	-	-	-	-
০৪.	কুড়িগ্রাম	১০০০০০	৩০০০০০	-	২০০০০০	-	২০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	৫০০০০০	-	-	১০০০০০০	-
০৫.	নীলফামারী	১০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০	১০০০০০	-	৩০০০০০	-	৫০০০০০	-	-	-	-	-	-	-
০৬.	গাইবান্ধা	১০০০০০	৩০০০০০	-	-	-	২০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	৫০০০০০	-	১০০০০০০	-	-
০৭.	লালমনিরহাট	১০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৩০০০০০	-	-	৫০০০০০	-	৭৫০০০০	৩০০০০০	২০০০০০	-	-	-
০৮.	সুনামগঞ্জ	১০০০০০	-	-	২০০০০০	৩০০০০০	-	৫০০০০০	৫০০০০০	-	-	-	-	-	-	-
০৯.	জামালপুর	১০০০০০	৩০০০০০	-	২০০০০০	-	-	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	-	-	-
১০.	ফরিদপুর	১০০০০০	-	-	-	-	২০০০০০	-	৩০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	-
১১.	রাজবাড়ী	১০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-
১২.	টাংগাইল	১০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-	-	৫০০০০০	২০০০০০০	-	-	-
১৩.	মাদারীপুর	১০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-	-	-	-	-	-	৫০০০০০
১৪.	শরীয়তপুর	১০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	মানিকগঞ্জ	১০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-	-	৫০০০০০	২০০০০০০	-	-	-
১৬.	ঢাকা	১০০০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০০০০০	-	-	২০০০০০
১৭.	মুন্সিগঞ্জ	১০০০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০০০০	২০০০০০	-
১৮.	চাঁদপুর	১০০০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০০০০০
১৯.	রাজশাহী	১০০০০০	-	-	-	-	-	৩০০০০০	৩০০০০০	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	**১৯০০০০০**	**১৮০০০০০**	**৬০০০০০**	**১২০০০০০**	**৬০০০০০**	**১৩০০০০০**	**৩৮০০০০০**	**৬৯০০০০০**	**২৫০০০০০**	**৪৭৫০০০০**	**৩৬০০০০০**	**৭২০০০০০**	**১৬০০০০০**	**১৮০০০০০**	**৯০০০০০**

বন্যা কবলিত জেলাসমূহে শুকনো খাবার (টাকা) বরাদ্দ বিবরণঃ তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৬ খ্রিঃ

<u>শুকনো খাবারঃ</u>

ক্রঃনং	জেলার নাম	দুর্যোগকালীন সময়ে শুকনো খাবার ক্রয়ের জন্য আগাম প্রস্তুতি হিসাবে জেলায় বরাদ্দ প্রদান	১২ ও ১৩ জুলাই মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের সফরের পর				
		বরাদ্দের তাং-৩০.৬.১৬	বরাদ্দের তাং-২৩.৭.১৬	বরাদ্দের তাং- ২৭.৭.১৬	বরাদ্দের তাং-২৯.৭.১৬	-	মন্তব্য
০১.	সিরাজগঞ্জ	৫০০০০০	-	১০০০০০০	-		
০২.	বগুড়া	৫০০০০০	-	১০০০০০০	-		
০৩.	রংপুর	৫০০০০০	-	-	-		
০৪.	কুড়িগ্রাম	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	-		
০৫.	নীলফামারী	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	-		
০৬.	গাইবান্ধা	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	-		
০৭.	লালমনিরহাট	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	-		
০৮.	সুনামগঞ্জ	৫০০০০০	-	১০০০০০০	-		
০৯.	জামালপুর	৫০০০০০	-	১০০০০০০	১০০০০০০		
১০.	ফরিদপুর	৫০০০০০	-	-	-		
১১.	রাজবাড়ী	৫০০০০০	-	-	-		
১২.	টাংগাইল	৫০০০০০	-	-	-		
১৩.	মাদারীপুর	৫০০০০০	-	-	-		
১৪.	শরীয়তপুর	৫০০০০০	-	-	-		
১৫.	মানিকগঞ্জ	৫০০০০০	-	-	-		
১৬.	ঢাকা	৫০০০০০	-	-	-		
১৭.	মুন্সিগঞ্জ	৫০০০০০	-	-	-		
১৮.	চাঁদপুর	৫০০০০০	-	-	-		
১৯.	রাজশাহী	৫০০০০০	-	-	-		
	মোট	**৯৫,০০,০০০/-**	**৪০,০০,০০০/-**	**৮০,০০,০০০/-**	**১০,০০,০০০/-**		